আন্তর্জাতিক সুপেয় পানির বছর (২০০৩) উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক সুপেয় পানির বছর গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে পালিত হতে যাচ্ছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সাল নাগাদ নিরাপদ খাবার পানি হতে বঞ্চিত বা তা সংগ্রহে অপারগ এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছেন। এবং এই বছরের প্রারম্ভে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে একই ধরণের যে আরেকটি লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হলো, ২০১৫ সাল নাগাদ মৌলিক স্যানিটেশন সেবা হতে বঞ্চিত লোকের অনুপাতও অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণাম : মারাত্মক রোগ-ব্যাধিসমূহের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার, বিশ্বের পরিবেশের অধিকতর ক্ষতিসাধন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি। পানি সংকট উন্নয়নশীল বিশ্বে সবচেয়ে তীব্র হলেও উন্নত দেশগুলোও এক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন।

বিশ্বকে এর পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রয়াস চালাতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আরো অনেক দক্ষ সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পে আরো অনেক কম মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার এবং পানি অবকাঠামো ও সেবাসমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। এবং আমাদেরকে মহিলা ও বালিকাদের পানির সন্ধানে বহুদূর পায়ে হাঁটার নিত্যদিনের যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিতে হবে - এতে যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, তা তারা শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের নিজেদের, তাদের পরিবার ও তাদের এলাকার মানুষদের জীবন মান উন্নতকরণে কাজে লাগাতে পারতেন। আন্তর্জাতিক সুপেয় পানির বছরে সচেতনতা সৃষ্টি, নতুন নতুন ধারণা ও কৌশল উদ্ভাবন এবং অংশগ্রহণমূলক ও অংশীদারভিত্তিক কর্মকান্ড ও শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আসুন আমরা আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি; আসুন আমাদের জ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগাই; এবং বিশ্বের মূল্যবান সুপেয় পানি সম্পদ রক্ষা, তথা আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এবং ২১ শতকের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের সাধ্যমত প্রয়াস চালাই।

** ** **